দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

43

যশোরে রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি

দোষী ১৬ জনের বিরুদ্ধে এখনও ব্যবস্থা নেয়া হয়নি

যশোর ব্যুরো ঃ যশোর শিক্ষা বোর্ড রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির সাথে জড়িত ১৬ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ এক মাসেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত মাসের প্রথম দিকে ওই ১৬ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়।

রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির সংবাদ দৈনিক বাংলাসহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হলে শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে একজন যুগ্ম-সচিব তদন্তে আসেন। তদন্তকালে তিনি দেখতে পান শিক্ষা-বোর্ডের এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ন কর্ম-কর্তা ও কর্মচারী প্রায় ১৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দিয়েছেন। যাদের অধিকাংশ সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৬ জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয় শিক্ষামন্ত্রণালয়।

এই ১৬ জন কর্মচারী পরীক্ষা বিভাগের। কিন্তু অভিযোগ -এর সাথে পরীক্ষা বিভাগের কোন কোন কর্মকর্তা জড়িত। কারণ তারা ভুয়া রেজিস্ট্রেশন যাচাইকালে মোটা অর্থের বিনিময়ে প্রচুর ভুয়া রেজিস্ট্রেশন বুয়েটে প্রসেসের জন্য পাঠায়। যা কম্পিউটারে বাতিল হয়েছে। বোর্ডের একটি দায়িত্বশীল সূত্র আরও জানায় নিবন্ধন বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বেশ কিছু কর্মচারী ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দেয়ার ব্যাপারে জড়িত। ঐ উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভুয়া রেজিস্ট্রেশন দিয়ে বিভিন্ন স্কুল থেকে বিপুল অর্থ ও রঙিন টেলিভিশন নেয়ার অভিযোগ রয়েছে। ঐ কর্মকর্তা উপপরিচালক (হিসাব) বিভাগের এক কর্মকর্তার সাহায্যে তদন্ত কমিটির উপর প্রভাব খাটিয়ে, তদন্ত কমিটির হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন বলেও অভিযোগ।

৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ৫ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত ও একজন কর্ম-কর্তার অবসরকালীন ভাতা সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছে। ঐ তদন্ত কমিটির ৩ জন হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নজরুল ইসলাম, বিএম কলেজের অধ্যক্ষ মকবুল হোসেন এবং ডিডিপিআই, খুল-নার রওশন আরা। তদন্তের সময় রওশন আরা উপস্থিত ছিলেন না।